যুগান্তর

তারিখ 04 DEC 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

বেসরকারি শিক্ষকদের দাবি

চাকুরি জাতীয়করণসহ বিভিন্ন দাবিতে দেশের বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকরা মঙ্গলবার রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহাসমাবেশ করিয়াছেন। প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে আগত বিপুল সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকার উপস্থিতির কারণে এই সময়ে সন্নিহিত অঞ্চলে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবির সহিত একাত্মতা প্রকাশ করিয়াছেন। মহাসমাবেশ হইতে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ দেশের সকল রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে তাহাদের চাকুরি সরকারিকরণের দাবি জানাইয়াছেন। দেশে বর্তমানে সরকারি, বেসরকারি ও রেজিস্টার্ডসহ ১১ ধরনের সর্বমোট ৮০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। উহার মধ্যে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৩ হাজারের কম হইবে না। প্রায় ৯২ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত রহিয়াছেন এই সকল বিদ্যালয়ে। তাহাদের মধ্যে ১৯ হাজার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা মোটামুটি বেতন-ভাতা পাইতেছেন। বাকি ৪ হাজার প্রতিষ্ঠানের ১০ সহস্রাধিক শিক্ষক কোন বেতন-ভাতা পাইতেছেন না। ফলে তাহাদের দুরবস্থা সহজেই অনুমেয়। তদুপরি অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দশাই করুণ। চাল আছে তো বেড়া নাই, বেড়া আছে তো চেয়ার-টেবিল নাই। অনেক ক্ষেত্রে টুল, বেঞ্চি, ব্ল্যাকবোর্ড, চকখড়ি ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ দুর্লভ। এই রকম বেহাল প্রাথমিক বিদ্যালয় যে শুধু দেশের প্রত্যন্ত এলাকা ও চরাঞ্চলেই রহিয়াছে, তাহা নহে। খোদ রাজধানীতেই জরাজীর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দর্শন মিলিবে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন তো দূরের কথা, বরং সার্বিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একরকম স্থবিরতা পরিলক্ষিত হইতেছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) তাহাদের গবেষণা রিপোর্টেও প্রাথমিক শিক্ষা খাতের দুর্বলতা, অদক্ষতা, সমন্বয়হীনতা, জনবল সংকট ও বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতিকে চিহ্নিত করিয়াছে এহেন ক্রমাবনতির জন্য। এমতাবস্থায় বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবিটি অগ্রাহ্য করা যাইবে না। সাংবিধানিকভাবেই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক দায়দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত। সরকার বর্তমানে প্রথম-পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাসকৃত শিশুর হার ৬৮ শতাংশ হইতে বাড়াইয়া ৮০ শতাংশে উন্নীত করিবার লক্ষ্যে একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। উহার আওতায় বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে জাতীয়করণ করিবার বিষয়টি বিবেচনা করিতে হইবে গভীরভাবে। ইহার জন্য রাজনীতিক দলগুলির অঙ্গীকার থাকাও প্রত্যাশিত বৈকি।